কবিতা পড়ুয়ার স্বার্থপরতা

মাঝে মাঝে মনে হয় আমেরিকায় আমিই একমাত্র লোক
যে কবিতা পড়ে
আর যে শহরতলিতে হেঁটে বেড়ায় রাতবিরেতে,
নানা নামে ডাকে চাঁদকে ।

আর আমি ঠিকই জানি যে আমিই একমাত্র, যার
বুকশেল্‌ফওয়ালা একটা বাড়ি আছে,
সমুদ্রের ধার দিয়ে লম্বা পথের পাড়িতে
কাজে যাবার সময়ে যার গাড়িতে সিডিপ্লেয়ার থাকে না ।

গোটা আমেরিকায় আর কেউই আমার মতো
আক্ষরিক বলতে পারে না উইলিয়াম মেরেডিথ
হ্যাম আর ডিম খেতে খেতে আওড়াতে পারে না লোয়েল আর
লেবের্টফ,
বিছানার পাশে রাখে না 'এরিয়েল' বা 'অ্যান্টিওয়ার্ল্ডস' ।

মাঝে মাঝে মনে হয় জীবিত আর কোনো মানুষই
কবিতা পড়ে আমার মতো এমন পালটে যায় না,
'সানডে মর্নিং' নিয়ে কেউই আমার মতো এত লড়াই করেনি,
আর শপথ নেয়নি পাউন্ডের মতো কঠিনদের ভালোবাসবার ।

আর কেউই আয়ওয়ার ওপরে উড়তে দেখেনি
আলোর পোকা, কিংবা দেখেনি কীভাবে
একটি নারীর হাত জল থেকে তুলে আনে সাতরঙা মাছ,
আর মিনেসোটার খামার বাড়িতে কীভাবে ঝরে পড়ে তুষার ।

এই দেশ জুড়ে আমিই একমাত্র মানুষ
আলোচিত স বইপত্র কিনে যে বেপরোয়া
টাকা ওড়ায়, কাউন্টারের মেয়ের প্রশস্তিভরা লম্বা চ
াউনির
স্বাদ নেয় তারিয়ে তারিয়ে ।

আমেরিকায় কীভাবেই-বা আর কেউ জানতে পারে
জানলায়-মেলে-দেওয়া কাপড়জামা কেন হাসে,
আর প্লামের স্বাদ কেমন, আর গাড়ি ভেঙে পড়লে
কেমন লাগে -- কিংবা কোনো জলযান ?

মনে হয় আমিই একমাত্র লোক যে একই নিশ্বাসে
বলে পশুলোম আর চুনাপাথরের কথা,
যার জন্য অ্যান স্যাক্সটন ডুব দেয় গ্রিমের লেখায়,
সপ্তাহান্তে অতিথিদের হাইকু না শুনিয়ে যে থাকতে প
ারে না ।

গোটা আমেরিকায় এই একমাত্র লোক, যে বেঁচে থ
াকে
রাজনীতির চেয়ে আরো অন্ধকার কিছু নিয়ে,
মার্জিনে যে মন্তব্য লিখে রাখে, পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করে
রাখে,
গোটা আমেরিকায়, আমিই একমাত্র মানুষ ।

অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ